তাওহীদ এবং কালিমা ত্বাইয়িবার তাৎপর্য

অনুবাদঃ আবুল কালাম আযাদ

بنغالي 1401049

াস-সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার

ঃ ২৪১৪৪৮৮/২৪১০৬১৫ ফ্যাক্স ২৪১১৭৩৩ পোঃ বক্স নং ১৪১৯, রিয়াদ ১১৪৩১,সাউদী আরব
E.mail: sulay@w.cn

سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية هذا السؤال وأجابت عليه بالفتوى رقم (٢٦٠٠٢).

السؤال: هل طباعة الكتب الشرعية الصحيحة ينتفع بها الإنسان بعد موته، ويدخل في العلم الذي ينتفع به كما جاء في الحديث ؟

الجواب: طباعة الكتب المفيدة التي ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم هي من الإعمال الصالحة التي يثاب الإنسان عليها في حياته، ويبقى أجرها ويجري نفعها له بعد مماته، ويدخل في عموم قول -ﷺ- فيما صح عنه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -ﷺ- قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) رواه الإمام مسلم في صحيحة والترمذي والنسائي والإمام أحمد.

وكل من ساهم في إخراج هذا العلم النافع يحصل على هذا الثواب العظيم، سواء كان مؤلفاً له، أو معلماً، أو ناشراً له بين الناس، أو مخرجاً، أو مساهماً في طباعته، كل بحسب جهده ومشاركته في ذلك.

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله-

سماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ – حفظه الله-

فضيلة الشيخ: بكر بن عبد الله أبو زيد – حفظة الله-

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

الرياض – السلي – شارع هارون الرشيد – مخرج (١٦) الدائري الشرقي – ص.ب ١٤١٩

الرمز البريدي ١١٤٣١ – هاتف: ٠١/٢٤١٠٦١٥ ناسوخ: ٠١/٢٤١٤٤٨٨ تحويلة ٢٣٢

البريد الإلكتروني: sulay@w.cn

তাওহীদ এবং কালিমা তাইয়িবার তাৎপর্য

(তাওহীদ এবং "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই" ও "মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল" এ সাক্ষবাণী দ্বয়ের তাৎপর্য)

অনুবাদ ঃ আবুল কালাম আযাদ
মদীনা ইসলামী বিশ্ব বিদ্যালয়

প্রকাশনা ও প্রচারে
সুলাই ইসলামী দা'ওয়া সেন্টার
রিয়াদ - সৌদি আরব

ح المكتب التعاوني بالسلي ،١٤٢١ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

المكتب التعاوني بالسلي

التوحيد ومعنى الشهادتين / المكتب التعاوني بالسلي ؛ ترجمة ابو الكلام محمد محبوب الرحمن .ـ الرياض .

٣٠ ص ، ٠٠سم .

ردمك : ٦-٣-٩٢٨١-٩٩٦٠

النص باللغة البنغالية

١- التوحيد ٢- الشهادة (أركان الإسلام) أ – محبوب الرحمن ، ابو الكلام محمد (مترجم) ب- العنوان

ديوي ٢٤٠ ٢١/١٩٩٨

رقم الإيداع : ٢١/١٩٩٨
ردمك : ٦-٣-٩٢٨١-٩٩٦٠

بسم الله الرحم الرحيم

অনুবাদকের কথা

إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য। অতঃপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি।

আল্লাহ্ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য, তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করার জন্য। কিন্তু বহু জিন ও ইনসান আল্লাহ্কে অস্বীকার করে কাফের হয়ে গেছে, আর অনেকেই আল্লাহ্র সাথে গাইরুল্লাহ্কে অংশী স্থাপন করার কারণে মুশরিক হয়ে গেছে। যেমন ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীরা। অপর দিকে একত্ববাদের ধর্ম ইসলামে বিশ্বাসী, তাওহীদের চিরসেবক মুসলিম জাতি আল্লাহ্র একত্ববাদ সম্পর্কে এবং কালিমা তাইয়িবাহ "লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" সম্পর্কে তাদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে, আজ মুশরিক ও কাফের হয়ে গেছে। যেমন শী'আদের একটি অংশ, খারেজী, রাফেযী, মু'তাযিলা, বাহাই ক্বাদিয়ানী, সূফীদের, পীর পূজারী, কবর ও মাযার পূজারী।

নিঃসন্দেহে একজন মুসলিমের কর্মময় জীবনে চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বানিজ্যসহ সকল

প্রকার ইবাদাত তাওহীদ বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই ঐ সমস্ত ইবাদতের ভিতর দিয়ে যদি আল্লাহ্ ভীতি ও তাওহীদের প্রতিফলন ঘটে তাহলে ঐ ইবাদত আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হবে – অন্যথায় হবে না। আর এ কারণে প্রত্যেক মুসলিমের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদ সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন।

তাওহীদ হলো সমস্ত ভাল কাজের ভিত্তি এবং সমস্ত ইবাদতের মূল বা মাথা। পানি বিহীন নদীর যেমন কোন মূল্য নাই – ঠিক তেমনি ইবাদতের ভিতর তাওহীদের প্রতিষ্ঠা ও রাসূল (সঃ) এর অনুসরণ ব্যতীত ইবাদতের কোনই মূল্য নাই। সে ইবাদত যত বেশি চাকচিক্যময় হোক না কেন। বড় পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশে একদিকে রয়েছে সাধারণ জেনারেল শিক্ষা যেটা 'ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা' অপরদিকে রয়েছে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খারেজী ও আলিয়া মাদ্রাসাসমূহ – এ সমস্ত ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয় ঠিকই, তবে তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সিলেবাসভুক্ত কোন কিছুই পড়ানো হয় না। যার ফলে আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম এই তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পান্ না। আর এটাই আমাদের দেশে শিরক-বিদ'আত, কবর পূজা ও পীর পূজা বিস্তারের অন্যতম কারণ।

তাওহীদের এই পুস্তকটি অনুবাদ করার ব্যাপারে সর্বপরি মহান আল্লাহ্র প্রশংসা করি – এরপর সুলাই ইসলামী দাওয়া সেন্টারের কর্তৃ-পক্ষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি – যাঁরা অনুবাদ করার সার্বিক সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপর বন্ধুবর মাওলানা আমানুল্লাহ্, মাওলানা মুকাম্মাল হক ও মাহ্বুবুল হক, যাঁরা অনুবাদের ভুল-ত্রুটি শুধরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। বিশিষ্ট ধর্মানুরাগী মুহাম্মাদ শরীফ হুসাইন পরকালীন সার্থে পুস্তিকাটি কম্পোজ করিয়ে দিয়েছেন। আব্দুল হান্নান, যিনি যত্ন সহকারে ও দ্রুততার সাথে কম্পোজের কাজ

সমাধা করেছেন। এঁদের সবার প্রতি রইলো আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা। আল্লাহ্ তা'আলা ইহ ও পরকালে তাঁদের এই সার্বিক সহযোগিতার উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

এ ক্ষুদ্র পুস্তিকার মাধ্যমে সাধারণ পাঠক যদি তাওহীদের মর্মার্থ এবং "আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই ও মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল"- এ সাক্ষ্যবাণীদ্বয়ের তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করে ঈমান বিধ্বংসী গাইরুল্লাহ্‌র সকল ইবাদত হতে মুক্ত হতে পারেন – তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। এ পুস্তিকা সম্পর্কে পাঠক ভাইদের সুপরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে ইনশাল্লাহ্।

পরিশেষে আমার কবরবাসিনী মাতা, পিতা, সমস্ত শিক্ষাগুরু ও শ্রদ্ধাভাজনসহ সকল মু'মিন-মুসলমান নরনারীদের জন্য আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে এ দু'আই করব যে, হে আল্লাহ্ তুমি সকলকে ক্ষমা করো এবং পরকালীন জীবনে আমাদের সবাইকে জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করো। আমীন !

يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث - اللــهم وفقنــا لمــا تحـب وترضى

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যিনি মেহেরবান ও দয়ালু।

তাওহীদ

তাওহীদের শাব্দিক অর্থ হলোঃ একত্ববাদ এবং ইসলামের পরিভাষায় তাওহীদের অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে এক বলে জানা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আর এই তাওহীদ হলো, সমস্ত রাসূল আলাইহিমুসসালাতু অসসালামগণের ধর্ম। এই ধর্ম ছাড়া আল্লাহ্‌ অন্য কারো তৈরী করা ধর্ম গ্রহণ করবেন না এবং ইসলাম ব্যতীত কোন আমলই শুদ্ধ হবে না। কেননা তাওহীদ হলো সমস্ত আমলের ভিত, যার উপর নির্ভর করে আমলসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কাজেই যখন কোন আমলের ভিতর তাওহীদ পাওয়া যাবে না – তখন সে আমল দ্বারা কোন লাভও হবে না। যেহেতু কোন ইবাদত তাওহীদ ছাড়া শুদ্ধ হয় না সেহেতু ঐ আমল সব নষ্ট হয়ে যাবে।

তাওহীদের প্রকারভেদ

তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহঃ

তাওহীদুর রুবূবীয়্যাহ হলোঃ এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ছাড়া মহা বিশ্বের আর কোন প্রতিপালক নেই, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের রুযীর ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম যুগের মুশরিকরা এই তাওহীদে রুবূবীয়্যাতকে স্বীকার করতো।

তারা একথার সাক্ষ্য দিত যে -নিশ্চয় "আল্লাহ্‌ তা'আলা" তিনিই একমাত্র এ মহা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, বাদশাহ্‌, পরিচালক, জীবন দাতা ও

মৃত্যু দাতা, তিনি একক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ ولئن سألتهم مـــن خلـــق السـموات والأرض وســخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤ فكون﴾ (العنبكبــوت آيــة : ٦١)

অর্থ ঃ আর (হে রাসূল (সঃ) আপনি যদি ঐ সমস্ত মুশরিকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করেছেন? এবং কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে "আল্লাহ্"। সুতরাং তারা এরপরেও আবার কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে? (আন কাবুত ৬১ আয়াত)

কিন্তু এ স্বীকারোক্তি এবং উপরোল্লিখিত সাক্ষ্য প্রদান তাদেরকে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করাতে পারে নাই এবং জাহান্নামের আগুন হতেও পরিত্রাণ দিতে পারে নাই, এমনকি তাদের জান ও মালকেও হিফাযত করাতে সক্ষম হয় নাই। কেননা তারা তাওহীদে উলূহীয়্যাকে যথাযথভাবে মেনে নিতে পারে নাই, কারণ তাদের ইবাদতের কিছু অংশ গাইরুল্লাহ্র নামে উৎসর্গ করে তারা আল্লাহ্র সাথে অংশী স্থাপন করেছিল।

তাওহীদুল আসমা অছিফাতঃ

"তাওহীদুল আসমা অছিফাত" হলো; এ কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে – নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তার সাথে এবং তাঁর গুণাবলীর সাথে অন্য কোন ব্যক্তি সত্তার ও কারো কোন গুণাবলীর কোনই তুলনা নেই। এছাড়া একচ্ছত্রভাবে পাক ও পবিত্র আল্লাহ্র জন্যে যে সমস্ত পূর্ণাঙ্গ গুণাবলী নির্ধারিত আছে – আল্লাহ্র নামগুলিই সেই

গুণাবলীর উপর অকাট্যভাবে প্রমাণ বহন করে। এপ্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ليس كمثله شـــئىءٌ وهــوا الســـميع البصــير﴾
(الشوري ، آية : ١١)

অর্থ ঃ তাঁর সাদৃশ্য কোন বস্তুই নাই। তিনি সব কিছু শুনেন ও সব কিছু দেখেন। (শুরা ১১ আয়াত)

এমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কুরআন মাজীদে নিজের পবিত্র সত্তার জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন, সেগুলিকে সমর্থন করা। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আল্লাহ্র জন্য যে সমস্ত গুণ-বাচক নামের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন; সেগুলিকেও সমর্থন করা। আর এ সমর্থন এমনভাবে করতে হবে – যেন ঐ সমস্ত গুণ-বাচক নাম আল্লাহ্র যথাযথ মহত্ত্ব, মর্যাদা ও শান শওকতের উপযুক্ততা প্রমাণ করে। এখানে বিশেষ কোন গুণাবলীর তুলনা করা, সাদৃশ্য স্থাপন করা, আল্লাহ্র সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সমূহকে অস্বীকার করা বা ঐ গুলিকে আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা হতে পৃথকভাবে চিন্তা করা, এমনিভাবে আল্লাহ্র সুন্দরতম নাম ও গুণাবলী সমূহের অর্থের কোন প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও জটিল ব্যাখ্যা করা, এবং মানুষের ধ্যাণ-ধারণা অনুযায়ী ঐ সমস্ত অর্থের প্রকার বা ধারন নির্ধারণ করা – এ সমস্ত কাজের কোনটাই জায়েয নয়।

পরিশেষে আমরা আমাদের মুখের দ্বারা, কোন ধ্যাণ-ধারণার দ্বারা এবং আমাদের অন্তরের দ্বারা কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাবোনা যে, আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলীর মধ্য হতে কোন কিছু বাদ দিয়ে দিব, অথবা আমরা

সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর সাথে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর কোন সাদৃশ্য নির্ধারণ করব।

তাওহীদুল উলূহীয়্যাহঃ

তাওহীদুল উলূহীয়্যার অর্থ হলোঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে এক বলে জানা। অর্থাৎ সকল প্রকার ইবাদত কেবল আল্লাহ্‌র জন্য করা, যা তিনি করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন দু'আ, ভয়, আশা-আকাংখা, ভরসা, আগ্রহ, সশ্রদ্ধ ভয়-ভীতি, বিনয়-নম্রতা, আশঙ্কা-ভয়, অনুশোচনা করে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন, সাহায্য প্রার্থনা, আশ্রয় প্রার্থনা, কুরবানী বা যবাই করা, নযর বা মানত করা, আল্লাহ্ তা'আলা এ ব্যাতীত আরো যে সমস্ত ইবাদতের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলার কথা এর দলীল।

﴿ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ﴾ (الجن ، آية : ١٨)

অর্থ ঃ এবং নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করার জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে আর কাউকে ডেকোনা।

(জিন ১৮ আয়াত)

কাজেই সমস্ত ইবাদত-বন্দেগীর মধ্য হতে মানুষ কোন প্রকারেই কোন ইবাদত পাক-পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত আর কারো জন্যে করবে না। না কোন নৈকট্যশীল ফেরেশ্‌তার জন্য, না কোন প্রেরীত নবীর জন্য, আর না কোন আল্লাহ্ তা'আলার মনোনীত নেককার বান্দার জন্য, এক কথায় আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের মধ্য হতে কারো জন্যে নয়। কেননা কোন ইবাদতই একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে করা জায়েয হবে না। কাজেই যে ব্যক্তি উল্লেখিত ইবাদতের মধ্য হতে কোন

ইবাদত আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্যে করবে তাহলে সে আল্লাহ্র সাথে বড় ধরনের শিরক করবে, যার ফলে তার সমস্ত নেক আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

তাওহীদের মূল বক্তব্যঃ

তাওহীদের মূল বক্তব্য হলো যে – একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত ছাড়া আর সকলের ইবাদত হতে সম্পর্ক ছিন্ন করা, এবং জান-প্রাণ দিয়ে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে অগ্রসর হওয়া। আর এটা জেনে রাখা উচিৎ যে– শুধু অন্তরে তাওহীদের দাবী করলে, আর মুখে শাহাদাতের কালিমা পড়লেই যথেষ্ট হবে না-যে, সে মুসলিম, যতক্ষণ না সে মুশরিকদের ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে। যেমনিভাবে মুশরিকরা গাইরুল্লাহ্র নিকট, মৃত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে এবং তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ কামনা করে যে, তারা তাদের সকল প্রকার অসুবিধা দূর করে দিবে অথবা সেই অসুবিধা-গুলিকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিবে – এমনিভাবে তাদের নিকট অন্য সাহায্য-সহযোগিতা কামনা করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। এ ধরনের আরো অনেক শিরকী কাজ – যেগুলো তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তাওহীদের মর্মকথাঃ

তাওহীদের মর্মকথা হলোঃ তাওহীদকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা ও উহার নিগুড় রহস্য অবহিত হওয়া এবং উহার মর্মমূলে জাগ্রত জ্ঞান ও দৃঢ় আমল সহকারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

তাওহীদের আরো তাৎপর্য হলোঃ ভয়, ভালবাসা, ভরসা, প্রার্থনা, প্রত্যাবর্তন, প্রভাব, সম্মান, শক্তিশালী হওয়া ও এক নিষ্ঠতা – এ সমস্ত বিষয়ে মন ও প্রাণকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার দিকে আকৃষ্ট করা।

মূল কথা হলোঃ

গাইরুল্লাহ্‌র জন্যে কোন বান্দার মনের মনি কোঠায় কিছুই থাকবেনা। আর ঐ সমস্ত জিনিষের জন্য কোন ইচ্ছাও থাকবেনা, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন শিরক, বিদআ'ত ও পাপসমূহ, চাই পাপ কাজসমূহ বড় হোক অথবা ছোট হোক। আর ঐ সমস্ত কাজ অপছন্দ না করা – যা আল্লাহ্‌ তা'আলা পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এটাই হলো প্রকৃতপক্ষে "তাওহীদ" এবং "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" একথার মর্মবাণী।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর তাৎপর্য

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" (আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন যোগ্য মা'বুদ নাই) এর সঠিক তাৎপর্য হলো ঃ ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন সত্যিকারের উপাস্য বা মা'বুদ নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশীদার নেই। কেননা মিথ্যা ও ভন্ড মা'বুদের সংখ্যা অনেক বেশি, তবে সত্যিকারের মা'বুদ হলেন একমাত্র আল্লাহ্‌, তিনি একক – যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونــــه هــو الباطل وأن الله هو العلي الكبير﴾ (الحج ، آية : ٦٢)

অর্থ ঃ এটা এ কারণেও যে, আল্লাহ্‌ই সত্য; আর তাঁর পরিবর্তে তারা যাকে ডাকে – তা অসত্য এবং আল্লাহ্‌ই সবার উচ্চে মহান। (হাজ্জ্ব ঃ ৬২ আয়াত)

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এর অর্থ শুধু এটা নয় যে – আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন সৃষ্টিকর্তা নেই, যেমন বহু মূর্খ লোকেরা এই ধারণা করে

থাকে। কেননা মক্কার কুরায়িশ বংশের "কাফের" যাদের মাঝে রাসূল (সঃ) কে পাঠানো হয়েছিল, তারা সকলেই একথা সহজে মেনে নিয়েছিল যে, একমাত্র আল্লাহ্ই এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক। কিন্তু তারা সকলেই একথা অস্বীকার করেছিল যে – সমস্ত ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র জন্যেই প্রযোজ্য, যিনি একক যার কোন অংশীদার নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

﴿ أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشىءٌ عجاب ﴾ (ص ، آية ٥ :)

অর্থ ঃ (মক্কার কাফেররা মুহাম্মাদ (সঃ) কে উদ্দেশ্য করে বলেছিল) সে (মুহাম্মাদ (সঃ)) কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্যের উপাসনা সাব্যস্ত করে দিয়েছে? নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। (ছোয়াদ ঃ ৫ আয়াত)

মক্কার কাফেররা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই কালিমার দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল যে, এই কালিমা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং সমস্ত ইবাদতকে একমাত্র এক আল্লাহ্র জন্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়, কিন্তু সেই কাফেররা এটা মোটেই মেনে নিতে পারে নাই। এ জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন – যতক্ষণ না তারা এই সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন যোগ্য উপাস্য নেই এবং তারা এই স্বীকারোক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল– তা হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে এক বলে জানা, তিনি একক, যার কোন অংশীদার নেই।

বর্তমান যুগের কবর পূজারীরা এবং তাদের মত আরো যারা শিরকী আকীদায় বিশ্বাসী তারা শুধু এটাই বিশ্বাস স্থাপন করে যে – "লা-ইলাহা

ইল্লাল্লাহু”-এর অর্থ হলো– আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থিত ও বিদ্যমান, সমস্ত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং এতদ উভয়ের সাথে সাদৃশ্য বস্তুসমূহ – এসব কিছুর সৃষ্টিকর্তা ও সব কিছুর উপর ক্ষমতাশীল একমাত্র আল্লাহ্।

পূর্বে “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এ কালিমার ব্যাখ্যার মাধ্যমে মুশরিকদের ঐ বিশ্বাস বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই যে ব্যক্তি শুধু ঐ বিশ্বাস পোষণ করবে; সে বাহ্যিক বা স্বাভাবিকভাবে তাওহীদকে স্বীকার করল – যদিও সে গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করুক না কেন। যেমন মৃত ব্যক্তিদের নিকট প্রার্থনা করা, তাদের কবরসমূহের চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা এবং তাদের কবরের মাটি নিয়ে বরকত হাছিল করা ইত্যাদি।

তবে মক্কার কুরায়িশ বংশের কাফিররা প্রথম থেকেই একথা ভালো করেই জানত যে “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই” এ কথার অন্তর্নিহিত দাবী হলো – একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ায় আর সকলের ইবাদতকে বর্জন করা এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ্কেই এক বলে স্বীকার করা। কাজেই মক্কার কাফিররা যদি জেনে বুঝে এক দিকে ঐ কালিমাকে পাঠ করে তা মেনে নিতো, আর অপর দিকে (আল্লাতআল, মানাতআল, হুবল) এ সমস্ত মূর্তি পূজায় রত থাকত – তাহলে এটা তাদের অন্তরে বিরোধ সৃষ্টি করত। আর এই বিরোধকে তারা সর্বোত-ভাবে অস্বীকার করত। (যার ফলে তারা “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই” এ কথা কোন রকমেই মেনে নিতে পারে নাই)।

কিন্তু বর্তমান যুগের কবর পূজারীরা এই অনাচারী বিরোধকে অস্বীকার করে না। যার ফলে তারা একদিকে মুখে বলছে ‘আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই” পরক্ষণেই তারা তাদের এই দাবীকে ভঙ্গ করে

ফেলছে মৃত সৎ ব্যক্তিদের নিকট, আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের নিকট প্রার্থনা করার কারণে, এবং তাদের নৈকট্য লাভ করার জন্য তাদের কবরের পার্শ্বে যেয়ে বিভিন্ন প্রকার (শিরক ও বিদ'আতী) কাজ করার কারণে। মক্কার ঐ আবু জেহেল ও আবু লাহাব (যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন) তারাও বর্তমান কবর পূজারীদের চেয়ে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমার অর্থ খুব ভালো করেই জানত।

এ প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে – সে সমস্ত হাদীস "লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমার অর্থ বর্ণনা করেছে যে; অন্যকে সুপারিশকারী হিসাবে জানা ও আল্লাহ্‌র সমকক্ষ বলে মান্য করা, গাইরুল্লাহ্‌র এ ধরনের সকল প্রকার ইবাদত হতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে এক বলে জানা, এটাই হলো সত্যিকারের হিদায়েত ও সঠিক ধর্ম – যার প্রচার ও প্রসারের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছিলেন এবং তাঁদের ওপর বহু আসমানী কিতাবও অবতীর্ণ করেছিলেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় অধিকাংশ মানুষ তারা আজ শুধু মুখে মুখে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" পড়ে অথচ এই কালিমার অর্থ তারা জানেনা এবং কালিমার চাহিদা বা দাবী মোতাবেক আমলও করেনা। এ অবস্থায় তারা নিজেদেরকে তাওহীদ পন্থী বলে দাবী করে – অথচ তারা তাওহীদের মর্মবাণী সম্পর্কে কিছুই অবগত নয়ে। বরং গাইরুল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা, তাদেরকে ভয় করা, তাদের নামে কোন জানোয়ার যবেহ করা বা কোন কিছু মানত দেয়া, বিপদে-আপদে তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা ও তাদের ওপর ভরসা করা, এমনিভাবে গাইরুল্লাহ্‌র আরো অন্যান্য ইবাদতের ক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে অধিকতর নিষ্ঠাবান ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে – যা

নি:সন্দেহে তাওহীদের পরিপন্থী বরং এই অবস্থায় তারা মুশরিক বলে গণ্য হবে।

ইবনে রজব বলেনঃ

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-এ কালিমার অর্থকে আন্তরিকভাবে নিশ্চিত ও নির্ধারণ করা, আন্তরিক ভাবে একে সত্যায়ন করা এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সাথে একে মেনে নেওয়া। উল্লিখিত গুণাবলী সম্মিলিত ভাবে এই দাবী রাখে যে – শক্তিশালী হওয়া, ব্যক্তি প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া, ভয় করা, ভালবাসা, আশা-আকাংখা করা, সম্মান প্রদর্শন করা, ভরসা করা, এই সমস্ত বিষয়ে অন্তরের ভিতরে শুধুমাত্র এক আল্লাহ্‌র ইবাদতকে মজবুতভাবে ধারণ করতে হবে।

আর উল্লিখিত "সমস্ত পরিপূর্ণ গুনাবলী" একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্ট জীবের ইবাদত করাকে অস্বীকার করে। কাজেই কোন বান্দাহ যখন এই অবস্থায় পৌছবে, তখন একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত আর কোন ভালবাসা, আশা-আকাংখা ও চাওয়া-পাওয়া তার অন্তরে স্থান করে নিতে পারবে না, বরং সে তখন শুধু একমাত্র আল্লাহ্‌কেই ভালোবাসবে এবং যা কিছু চাওয়ার একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। এর ফলে তখন সে আন্তরিকভাবে নফ্‌সের সমস্ত ইচ্ছা, আশা-আকাংখাকে এবং শয়তানের সকল প্রকার প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণাকে অস্বীকার করবে।

সাধারণতঃ কোন মানুষ যখন কোন বস্তুকে ভালবাসে, অথবা তার অনুসরণ করে তখন সে ঐ বস্তুর জন্যেই কাউকে ভালোবাসে, অথবা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করে থাকে, মূলতঃ ঐ বস্তুই তার উপাস্য হিসাবে পরিগণিত হয়।

কাজেই যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি হাছিলের জন্য কাউকে ভালোবাসল, কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল অথবা কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করল – তখন একমাত্র আল্লাহ্‌ই সত্যিকারভাবে ঐ ব্যক্তির উপাস্য হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি তার নফসের বা প্রবৃত্তির আশা-আকাংখা পূর্ণ করার জন্য কাউকে ভালবাসল, কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করল অথবা কারো সাথে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করল – তখন ঐ ব্যক্তির উপাস্য হবে তার নফস বা প্রবৃত্তি। এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেন –

﴿ أرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾ (الفرقان ، آية : ٤٣)

অর্থ ঃ হে রাসূল (সঃ) ! আপনি কি তাকে (মুশরিক কে) দেখেন নাই, যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে নিয়েছে। (ফুরকান ঃ ৪৩ আয়াত)

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"
এ কালিমা পড়ার ফযীলতসমূহ

একনিষ্ঠভাবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এ কালিমা পড়ার বহু ফযীলত এবং বহু উপকারিতা আছে। কিন্তু এই সমস্ত ফযীলত ঐ ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসবে না, যে ব্যক্তি শুধু এই কালিমা মুখে মুখে উচ্চারণ করবে। তবে যে ব্যক্তি এই কালিমা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে পাঠ করবে এবং এর চাহিদা মোতাবেক আমল করবে, সেই ব্যক্তি ঐ সমস্ত ফযীলত লাভ করতে সক্ষম হবে।

এই কালিমা পাঠের সবচেয়ে বড় ফযীলত হলো – যে ব্যক্তি এই কালিমা পাঠের দ্বারা একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর

বিনিময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন। যেমন উতবান (রাঃ) কর্তৃক হাদীসে এসেছেঃ

" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله " (متفق عليه)

অর্থ ঃ নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে – "যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমা পড়ে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন কে হারাম করে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

এছাড়া আরো বহু হাদীস হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দিবেন, যে ব্যক্তি (মনে-প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস করে) "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমা পড়বে। কিন্তু এ ধরনের বর্ণিত হাদীসগুলি বেশ কিছু বড় ধরনের গুনাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। যারা এই কালিমা শুধু মুখে উচ্চারণ করল তাদের অধিকাংশের ওপর এই ভয় করা হয় যে – এ কালিমা মুখে উচ্চারণ করা সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে, অথবা মৃত্যুর সময় তাদেরকে ঐ কালিমা পড়া হতে বিরত রাখা হবে। ঐ ব্যক্তির অত্যধিক পাপের কারণে এবং ঐ কালিমাকে তাচ্ছিল্য জ্ঞান করার কারণে পরিশেষে ঐ ব্যক্তি এবং ঐ কালিমার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

এমন বহু লোক আছে – যারা শুধু অন্যের অন্ধ অনুকরণ করে অথবা অভ্যাসগতভাবে মুখে এ কালিমা পড়ে। যার ফলে তাদের ঈমান তাদের অন্তরের প্রফুল্লতার সাথে সংমিশ্রিত হতে পারে না। আর খুব

সম্ভব এ কারণেই তাদের মৃত্যুর সময় এবং তাদের কবরে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে বা শাস্তি দেয়া হবে। ঐ সমস্ত মানুষের বহু দৃষ্টান্ত হাদীসে এসেছে যেমনঃ

﴿ سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ﴾

অর্থ ঃ আমি মানুষদেরকে এমন এমন বলতে শুনেছি, অত:পর আমিও তা বলেছি। (আহ্‌মাদ ও আবু দাউদ)

অতএব এখন হাদীসসমূহের মাঝে কোন বৈপরিত্য পরিলক্ষিত হয় না, কেননা ঐ কালিমা পাঠকারী যখন পূর্ণ আন্তরিকতা এবং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে কালিমা পাঠ করবে, তখন এই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি পাপের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্‌র প্রতি তার আন্তরিকতা এবং তার বিশ্বাসের পরিপূর্ণতা; তার জন্য এটাই অপরিহার্য করে দিবে যে; দুনিয়ার সমস্ত কিছু হতে একমাত্র আল্লাহ্‌ই তার কাছে অধিক প্রিয় পাত্র হবে।

"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"
–এর রুকনসমূহ

"আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোন প্রকৃত উপাস্য নেই" এ সাক্ষ্যবাণীর ২টি রুকন বা স্তম্ভঃ

(১) প্রথম অংশে দুনিয়ার সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করা হয়েছে।

(২) দ্বিতীয় অংশে শুধু আল্লাহ্‌কে উপাস্য বলে স্বীকার করা হয়েছে।

অর্থাৎ "লা-ইলাহা" এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ্‌ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্যকে অস্বীকার করে এবং "ইল্লাল্লাহু" একথাটি একমাত্র সেই

আল্লাহ্কেই উপাস্য হিসাবে স্বীকার করে, যিনি একক যার কোন অংশীদার নেই।

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু”
–এর শর্তসমূহ

উলামাগণ “কালিমাতুল এখলাছ” অর্থাৎ লা-ইলাহ্ ইল্লাল্লাহু এর ৭টি শর্ত নির্ধারণ করেছেন। কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত এই ৭টি শর্ত একত্রে পাওয়া না যাবে, অর্থাৎ কোন ব্যক্তি পূর্ণভাবে এই ৭টি শর্ত মেনে না নিবে এবং ঐ শর্তগুলির মধ্য হতে কোন বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধীতা ছাড়াই ঐগুলিকে যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরে না থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ ব্যক্তি কালিমা পড়ে কোন সার্থকতা লাভ করতে পারবে না।

উপরের কথার দ্বারা ঐ কালিমার শব্দগুলিকে গণনা করা এবং ঐ গুলিকে মুখস্থ করা উদ্দেশ্য নয়, কেননা ঐ কালিমার শব্দ মুখস্থকারী এমন বহু হাফেয আছে, যারা তীরের গতিতে ঐ কালিমা পড়ে তাকে অতিক্রম করে, অথচ তারা ঐ কালিমার পরিপন্থী বহু অন্যায় কাজে লিপ্ত রয়েছে।

কালিমার শর্তসমূহঃ

(১) "العلم" অর্থ ঃ “জ্ঞান” এর উদ্দেশ্য হলো; “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এ কালিমায় কোন কিছু অস্বীকার করা হয়েছে, আর কোন কিছুকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যথাযথভাবে অবগত হওয়া এবং ঐ কালিমার না বোধক ও হাঁ বোধক অর্থ যে সমস্ত কাজকে আবশ্যকীয় করে দেয়, তা অবগত হওয়া।

অতএব যখন একজন বান্দা একথা স্পষ্টভাবে অবগত হবে যে, নিশ্চয় একমাত্র আল্লাহ্ যিনি মহান ও সর্ব শ্রেষ্ঠ মর্যাদাশালী, তিনি একক ও একমাত্র উপাস্য এবং তাঁকে ছাড়া আর কাউকে ইবাদত করা শুদ্ধ নয়। যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত জ্ঞান অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করবে, প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তিই ঐ কালিমার সঠিক অর্থ অবগত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

"জ্ঞানের পরিপন্থী বিষয় হলো মূর্খতা" সেহেতু যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বিষয়সমূহে কোন জ্ঞান রাখে না, সে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্র একত্ববাদ স্বীকার করা যে ওয়াজিব (আবশ্যকীয়) এটা সে জানেনা, যার ফলে আল্লাহ্র সাথে গাইরুল্লাহ্র ইবাদত করাকে সে জায়েয মনে করে।

আর এজন্যেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে জ্ঞানের আবশ্যকীয়তা উল্লেখ করে বলেছেনঃ

﴿ فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ (محمد ، آية : ١٩)

অর্থ ঃ হে রাসূল (সঃ) আপনি জেনে রাখুন, একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন সত্যিকার উপাস্য নেই। (মুহাম্মদ ঃ ১৯ আয়াত)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ﴾

অর্থ ঃ যারা এই সাক্ষ্য দিয়েছে যে, "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই" তারাই মন-প্রাণ দিয়ে অবগত হয়েছে যে – তারা তাদের মুখ দিয়ে কোন সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করেছে। (আয-যুখরুফ ঃ ৮৬ আয়াত)

(২) "اليقيـن" অর্থ ঃ বিশ্বাস এর উদ্দেশ্য হলোঃ আন্তরিক প্রশান্তি নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে "আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই" এ সাক্ষ্যবাণী মুখে উচ্চারণ করা – যার ফলে কালিমা পাঠকারী মানবরূপী ও জিনরূপী শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের গভীর কূপে নিমজ্জিত না হয়, বরং ঐ কালিমার চাহিদার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিশ্চিতভাবে তা পাঠ করতে পারে। কাজেই যে ব্যক্তি আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে এই কালিমা পড়বে, আল্লাহ্ তা'আলাই যে একমাত্র উপাস্য; এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সে সঠিক আস্থা রাখবে, এরপর সে যখন আল্লাহ্ ছাড়া আর সমস্ত উপাস্যকে মিথ্যা বলে বিশ্বাস করবে, তখন ঐ ব্যক্তির পক্ষে সকল প্রকার ইবাদত ও উপাসনার মধ্য হতে সামান্য পরিমাণ কোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জন্যে নির্ধারণ করা মোটেই জায়েয হবে না।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ সত্যিকার উপাস্য নেই

এই সাক্ষ্যবাণীর ব্যাপারে যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে, এমনিভাবে যদি কেউ গাইরুল্লাহ্‌র ইবাদত করাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে নীরব থাকে, যেমন সে মুখে বলেঃ "আল্লাহ্‌র উপাস্য হওয়ার ব্যাপারে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহ্ ছাড়া আরো অন্যান্য উপাস্যদেরকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে আমি সন্দেহ পোষণ করি।" তাহলে তার (আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই) এই সাক্ষ্যবাণী মিথ্যায় পরিণত হবে, যার ফলে এই সাক্ষ্যবাণী তার কোন উপকারে আসবে না।

এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لـم يرتابوا ﴾

অর্থ ঃ নিশ্চয় তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর প্রতি ঈমান আনার পরে কোন রূপ সন্দেহ পোষণ করে না। (হুজুরাত ঃ ১৫ আয়াত)

(৩) "القبول" অর্থ ঃ "গ্রহণ করা"

"গ্রহণ করা" এর উদ্দেশ্য হলোঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই পবিত্র কালিমার চাহিদা মোতাবেক সমস্ত বিষয়কে মুখ দিয়ে স্বীকার করা এবং জান-প্রাণ দিয়ে উহা গ্রহণ করা। অত:পর আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) থেকে (অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে) যে সমস্ত খবর আমাদের নিকট এসেছে এবং যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, ঐ গুলিকে সত্য বলে জানা, যথাযথ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যথাযথ-ভাবে গ্রহণ করা। আর ঐ সমস্ত বিষয়ের কোন কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবেনা এবং অপব্যাখ্যা ও অর্থের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটিয়ে কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণের উপর অবিচার করবে না, যা আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন। এ মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا﴾ (البقرة ، آية : ١٣٦)

অর্থ ঃ তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি। (বাক্বারা ১৩৬ আয়াত)

“গ্রহণের পরিপন্থী বিষয় হলো প্রত্যাখ্যান করা”

কাজেই যে ব্যক্তি “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু” এর যথাযথ অর্থ অবগত হলো এবং উহার চাহিদা মোতাবেক সব কিছুকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করল, কিন্তু অহংকার ও হিংসাবশত ঐ কালিমার চাহিদাসমূহকে প্রত্যাখ্যান করল, এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ فإنهم لا يكذبونك ولكـــن الظـــالمين بآيـــات الله يجحدون ﴾ (الأنعام ، آية : ٣٣)

অর্থ ঃ অতএব হে রাসূল (সঃ) তারা (মক্কার ঐ কাফের ও মুশরিক্রা) আপনাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং জালিমরা আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করে। (আনআম ঃ ৩৩ আয়াত)

যে ব্যক্তি ইসলামী শরীয়তের কোন কোন নির্দেশাবলীর অথবা কোন নিয়ম-কানুনের প্রতিবাদ করে, ত্রুটি বর্ণনা করে, অথবা ঐগুলিকে মনে-প্রাণে ঘৃনা করে, তাহলে সে ব্যক্তি “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই” এ সাক্ষ্যবাণী মনে-প্রাণে গ্রহণ করল না বরং উহাকে প্রত্যাখ্যান করল বলে প্রমাণিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলেছেনঃ

﴿ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة﴾ (البقرة ، آية : ٢٠٨)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের ভিতর প্রবেশ কর। (বাক্বারা ২০৮ আয়াত)

(৪) "الإنقياد المنا في للشــرك" অর্থ : "আনুগত্য শিরকের পরিপন্থী"

এর উদ্দেশ্য হলো "কালিমাতুল এখলাছ" (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) যে সত্তার উপর প্রমাণ বহণ করে, সে সত্তার যথাযথ আনুগত্য করা। আর একেই বলে সত্যিকার আত্মসমর্পণ করা, বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর মধ্য হতে কোন বিষয়ে ত্রুটি অনুসন্ধান না করা।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له﴾ (الزمر ، آية : ٥٤)

অর্থ : আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে এসো, এবং তাঁর আদেশ পালন কর। (জুমার ৫৪ আয়াত)

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যে সমস্ত আদেশ ও নিষেধ তথা ইসলামী বিধান আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন, সে গুলিরও আনুগত্য করা। এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর সুন্নাতের ভিতর কোন প্রকার সংযোজন ও বিয়োজন না করে, কোন প্রকার ত্রুটি অন্বেষণ না করে, তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী যথাযথভাবে আমল করা। (মোট কথা রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর এ সমস্ত আনুগত্য করা – আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের শামিল)।

যখন একজন ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এ কালিমার সঠিক অর্থ অবগত হলো, উহাকে বিশ্বাস করল, এবং উহাকে মনে-প্রাণে গ্রহণও করল–কিন্তু সে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর আনুগত্য করলনা, আত্মসমর্পণ করল না, এমন কি তার অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল ও করল না। তাহলে ঐ ব্যক্তির শুধু এই কালিমার অর্থ অবগত হওয়া, একে

বিশ্বাস করা, এবং একে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা, এ সব কিছুই তাঁর কোন উপকারে আসবেনা। কাজেই এই আনুগত্য না থাকার কারণে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী বিধানের সমস্ত ফায়সালাকে পরিত্যাগ করল, অপরদিকে সে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইসলামী বিধানের পরিবর্তে মানুষের তৈরী করা আইন বা নীতি মালাকে গ্রহণ করে নিল।

(৫) "الصدق" অর্থঃ "সত্য বিশ্বাস"

"সত্য বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হলোঃ মুসলিম সর্বদা আল্লাহ্র সাথে সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দিবে। যেমন একজন মুসলিম তার ঈমান ও আকীদার (ধর্মীয় বিশ্বাস) ক্ষেত্রে সত্যপরায়ণ হবে। আর যখন একজন মুসলমান এই সত্য পরায়ণতা অর্জন করবে, তখন সে আল্লাহ্র কুরআনের এবং তাঁর রাসূল (সঃ) এর সমস্ত আদেশ ও নিষেধের সত্যানুসারী হিসাবে পরিগণিত হবে। সত্য বিশ্বাসই হলো সমস্ত কথার ভিত্তি, কাজেই নিজের যে কোন দাবিতে সত্য নিষ্ঠার পরিচয় দেয়া, আল্লাহ্র আনুগত্যে শক্তি প্রয়োগ করা, এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়তের নির্ধারিত নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলা, এসবই সত্য বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ﴾ (التوبة ، آية : ١١٩)

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (তাওবা ১১৯ আয়াত)

সত্যের পরিপন্থী বিষয় হলো মিথ্যাঃ অতএব যখন কোন মানুষ তার ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী হিসাবে পরিগণিত হবে, তখন

তাকে মু'মিন (ধর্ম বিশ্বাসী) বলা যাবে না, বরং তাকে মুনাফিক বা প্রতারণাকারী বলতে হবে – যদিও সে শাহাদতের বাণী (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু) মুখে উচ্চারণ করুক না কেন। তার এই সাক্ষ্যবাণী তাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি দিতে পারবে না। শুধু তাই নয় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) যা কিছু আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন তার সমস্ত বিষয়কে অথবা তার অংশ বিশেষকে যখন মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়, তখন এই সত্য বিশ্বাস ও ঐ সাক্ষ্যবাণীর পরিপন্থী হয়ে যায়। কাজেই পাক ও পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন – "তাঁর নবীকে সত্যায়ন করার জন্য এবং তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য"। এমনিভাবে পাক ও পবিত্র আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে বান্দাদেরকে তাঁর নিজের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন – ঠিক সেখানেই তাঁর নবীকেও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

(৬) الاخلاص এর আভিধানিক অর্থ হলোঃ নিখাদ, ভেজালমুক্ত, নিষ্ঠা বা একাগ্রতা ইত্যাদি। আর পরিভাষিক অর্থ হলোঃ একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে কোন কিছু করা।

এখানে "এখলাছের" উদ্দেশ্য হলোঃ শিরকের সকল নোংরামী ও দোষক্রটি হতে মুক্ত হয়ে সৎ নিয়তের মাধ্যমে মানুষের আমলকে পবিত্র করা। যার ফলে একজন মুখলিছ (খাঁটি) মানুষের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত কথা ও কাজ একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই হবে। যার ভিতরে অন্য মানুষকে কিছু শোনানো বা কিছু দেখানোর প্রবণতা থাকবেনা, অথবা দুনিয়াবী কোন স্বার্থ উদ্ধারের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি থাকবেনা। এছাড়া কোন ব্যক্তির, কোন সম্প্রদায়ের বা কোন দলের সন্তুষ্টি ও ভালবাসা অর্জনের জন্য বিশেষ কোন কাজে এমনভাবে তাড়িত বা অগ্রসর হবে না, যার ফলে আল্লাহ্র আনুগত্য ও

হিদায়াতের পথ ছেড়ে দিয়ে ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ ألا لله الدين الخالص﴾ (الزمر ، آية : ٣)

অর্থ ঃ জেনে রাখুনঃ নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত হলো আল্লাহ্র জন্যে। (যুমার ৩ আয়াত)

আল্লাহ্ আরো বলেছেন ঃ

﴿ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الديـــن﴾ (البينة ، آية : ٥)

অর্থ ঃ আহ্লে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান) দিগকে শুধুমাত্র এটাই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ্রই ইবাদত করবে। (বাইয়্যিনাহ্ ৫ আয়াত)

"এখলাছের" পরিপন্থী বিষয় হলোঃ অংশী স্থাপন করা, লৌকিকতা প্রদর্শন করা ও গাইরুল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা ইত্যাদি। কাজেই কোন বান্দাহ্ যদি তার ইবাদতের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি ও নীতি হারিয়ে ফেলে, তাহলে তার ঐ শাহাদাতের বাণী মুখে উচ্চারণ করায় কোনই ফল হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

﴿ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنـــاه هبـــاء منثورا ﴾ (الفرقان ، آية : ٢٣)

অর্থ ঃ আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি মনোনিবেশ করব, অত:পর সে গুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি-কণা রূপ করে দেব। (ফুরকান ২৩ আয়াত)

বান্দার ইবাদতের ভিতরে নিষ্ঠা বা একাগ্রতার ভিত্তি না থাকার কারণে তার যে ধরনেরই ইবাদত হোক না কেন, তার কোন উপকারে আসবে না।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেনঃ

﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ﴾ (النساء ، آية : ٤٨)

অর্থ ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করবেন না, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে অংশী স্থাপন করবে। তিনি ক্ষমা করবেন এর চেয়ে ছোট পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করল, সে (আল্লাহ্‌র উপর) বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল। (নিসা ৪৮ আয়াত)

(৭) "المحبة" অর্থ ঃ "ভালবাসা"

এখানে ভালবাসার উদ্দেশ্য হলোঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই শ্রেষ্ঠ (উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন) কালিমাকে মনে-প্রাণে ভালবাসা। এছাড়া এ কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত অর্থের উপর প্রমাণ বহণ করে তাকেও ভালবাসা। আর ঐ সমস্ত ভালবাসা হলো; আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সঃ) কে মনে-প্রাণে ভালবাসা, এবং দুনিয়ার সমস্ত ভালবাসার উপরে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর ভালবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া। এছাড়া ভালবাসার শর্ত ও উপাদানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা, যেমন আল্লাহ্

তা'আলাকে এমনভাবে ভালবাসা; যে ভালাবাসার সাথে সংমিশ্রিত থাকবে আল্লাহ্‌র খ্যাতি ও মহত্ম বর্ণনা করা, তাঁর প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রদর্শন করা, তাঁকে ভয় করা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় আশা ও ভরসা করা।

এমনিভাবে নিজের নফসের লোভনীয় ও প্রিয় বস্তুসমূহের উপর এবং নফসের কামোত্তেজনার উপর আল্লাহ্‌র প্রিয় বস্তুসমূহের অগ্রাধিকার দেয়া ঐ ভালোবাসারই অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আল্লাহ্‌র অপছন্দনীয় বস্তু সমূহকে ঘৃণা করা, কাফেরদেরকে ঘৃণা করা, তাদের সাথে হিংসা পোষণ করা, তাদেরকে শত্রু হিসাবে জানা, এমনিভাবে কুফুরী ও পাপ কাজ সমূহকে, এবং আল্লাহ্‌র অবিশ্বাসী, ও নাফরমানীকে ঘৃণা করাও ঐ ভাল বাসারই অন্তর্ভুক্ত।

ভালবাসার নিদর্শনঃ এই ভালবাসার নিদর্শন হলোঃ আল্লাহ্‌ প্রদত্ত ইসলামী শরীয়াতের পূর্ণভাবে আনুগত্য করা, আর সর্ব বিষয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو نـــي يحببكـــم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم﴾ (العمران ، آيـــة : ٣١)

অর্থ ঃ (হে মুহাম্মদ (সঃ) ঈমানদারগণকে) আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভালবাসতে চাও, তাহলে তোমরা আমাকেই অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ভাল বাসবেন এবং তোমাদের পাপগুলিকেও ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহ্‌ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (আল্‌ ইমরান ৩১ আয়াত)

ভালবাসার পরিপন্থী বিষয়সমূহঃ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এই কালিমাকে এবং এই কালিমা তার চাহিদা মোতাবেক যে সমস্ত বস্তুর উপর প্রমাণ বহণ করে সেই সমস্ত বস্তুকেও ঘৃণা করা। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র সাথে গাইরুল্লাহ্‌র মহব্বত করা ঐ ভালবাসারই পরিপন্থী।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেনঃ

﴿ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم﴾
(محمد ، آية :٩)

অর্থ ঃ এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, ঐ সমস্ত কাফিররা তা পছন্দ করে না। কাজেই আল্লাহ্ তাদের আমলসমূহ নষ্ট করে দিবেন। (মুহাম্মদ ৯ আয়াত)

এমনিভাবে রাসূল (সঃ) এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা, আল্লাহ্‌র শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনায়নকারী আল্লাহ্‌র বন্ধুদের সাথে দুষমনি রাখা, এসব গুলিই ঐ ভালোবাসাকে অস্বীকার করে।

"মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল
এ সাক্ষ্যবাণীর তাৎপর্যঃ

"নিশ্চয় মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল" এ সাক্ষ্যবাণীর তাৎপর্য হলোঃ মুহাম্মদ (সঃ) যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, সে সমস্ত বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করা, তিনি যে সমস্ত বিষয়ের খবর দিয়েছেন, সে গুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাঁড়া তিনি যে সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করেছেন, ভয় প্রদর্শন করেছেন, সে সমস্ত বিষয় হতে দূরে সরে থাকা। এমনিভাবে যে সমস্ত বিষয়কে আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামী শরীয়ত হিসাবে

নির্ধারণ করেছেন, শুধুমাত্র সেই সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করা। কাজেই "মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল" এই সাক্ষ্যবাণীর যে কয়টি রুকন উপরে বর্ণিত হয়েছে – ঐ রুকনগুলি যথাযথভাবে প্রতিপাদন করা বাস্তবায়ন করা প্রত্যেক মুসলিম-এর জন্য একান্ত কর্তব্য।

অতএব যে ব্যক্তি "মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল" এ সাক্ষ্যবাণী শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারণ করল, অপর দিকে রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ বর্জন করল, তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হলো এবং রাসূল (সঃ) কে বাদ দিয়ে অন্যকে অনুসরণ করল। এছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা যে সমস্ত বিষয়কে শরীয়ত হিসাবে নির্ধারণ করেন নাই, সে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ্র ইবাদত করল, তাহলে সে ব্যক্তি রাসূল (সঃ) এর রিসালত সম্পর্কে পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে নবী করিম (সঃ) বলেছেনঃ

" قال صلى الله عليه وسلم (من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى الله)" (رواه البخاري)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল, সে যেন আল্লাহ্র আনুগত্য করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে অবশ্যই আল্লাহ্র নাফরমানী করল। (বুখারী)

রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) আরো বলেছেনঃ

" قال صلى الله عليه وسلم (من احدث في أمرنـــا هذا ما ليس منه فهو رد) " (متفق عليه)

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আমার এই শরীয়াতের ভিতর এমন কিছুর নতুন আবিষ্কার করল, যা ঐ শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়; তাহলে তা পরিতাজ্য।

(বুখারী ও মুসলিম)

এমনিভাবে "মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রাসূল" এই সাক্ষ্যবাণীর চাহিদা হলো; এই বিশ্ব জগতের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ব্যাপারে, প্রতি-পালন করার ব্যাপারে অথবা মানুষের পক্ষ থেকে ইবাদত পাওয়ার ব্যাপারে "নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সঃ) এর অধিকার আছে" এ রূপ কোন ধারণা বা বিশ্বাস মোটেই করা যাবে না। (তাহলে আল্লাহ্র সাথে রাসূল (সঃ) কে অংশী স্থাপন করা হবে)। বরং এটাই যথার্থ যে, মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র বান্দা যার – ইবাদত করা যাবে না, তিনি আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা মোটেই ঠিক হবে না। এছাড়া তিনি একমাত্র আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত নিজের নফসের জন্যে এবং অন্যের জন্যে কোন প্রকার ভালো ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন না।

-------------সমাপ্ত-----------

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالسلي

الأرقام تتحدث

لمحة موجزة عن ابرز إنجازات المكتب منذ افتتاحه في ١٤١٧/٥/١هـ إلى غاية ١٤٢٧/١٢/٣٠هـ

- الدروس التي ألقيت داخل وخارج المكتب أكثر من : ١٨,٣١٦ درساً
- الحاضرين لهذه الدروس : ١,٥٢٢,٤٤٥ شخصاً
- وجبات العشاء : ٧٧٤,٢٠٩ وجبة
- الكتب التي وزعت : ١,٤٣٣,٣٧٤ كتاباً
- المطويات : ٣,٩٧٥,٥٠٥ مطوية
- بوسترات (سلسلة توجيهات إسلامية) : ٧٤,٥٢٧ بوسترا
- كتب الحج بثمان لغات : ٦٧٨,٢٧٢ كتاباً
- مطويات الحج بمختلف اللغات : ٢,٤٣٩,٦٧٠ مطوية
- المسلمين الجدد ما بين رجل وامرأة : ٢,٠٦١ شخصاً
- عدد من أفطر بالمكتب في رمضان : ١٨٦.٠٧٥ شخص
- الدروس الرمضانية التي ألقيت في مخيمات ومساجد السلي : ٦.٥٣٠ درساً
- الحاضرين للدروس الرمضانية : ١.٤٨٦.٧٨٤ شخصاً
- المشاركين في رحلات الحج : ٧٣١ شخصاً
- المشاركين في رحلات عمرة المسلمين الجدد : ١,٤٢٨ شخصاً
- الرحلات التعليمية : ١١٦ رحلة
- المشاركين في الرحلات الترفيهية التعليمية للجاليات : ١٢.٧٣٠ شخصاً
- الحاضرين للملتقى الرمضاني (الأول — السادس) : ٦٥٦,٠٠٠ زائراً وزائرة